তাড়না বা ক্লেশের মুকাবিলা

প্রথম থিষলনীকীয় ৩ অধ্যায় ১-৫ পদ

বিশ্বাসী আমরা যখন এই পৃথিবীর মাটিতে আমাদের বিশ্বাস-জীবন যাপন করি, তখন আমরা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকি। বিশ্বাসীর জীবনে এই সমস্ত বাধা কখনও অপ্রত্যাশিত নয়। তাই, অনেক সময় আমরা যা করব বলে ভাবি, তা বাস্তবায়িত করতে পারি না। বিশ্বাস-জীবনে এই সমস্ত বাধা যে আমাদের অবিশ্বাসের কারণে এসে থাকে, তা নয়। কিন্তু সার্বভৌম ঈশ্বরই এই সমস্ত বাধাকে অনুমতি দেন বলেই, তা আমাদের জীবনে এসে থাকে। এমনকী শয়তানও ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত আমাদেরকে কোনও বাধার সম্মুখীন করতে পারে না। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে, থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের ত্যাগ করার পর, পৌল একাধিকবার তাদের কাছে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু শয়তান এমন বাধা তৈরী করেছিল যে, করিন্থ থেকে এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত পৌল তাদের কাছে যেতে পারেনি। কিন্তু পৌল নিজে তাদের কাছে যেতে না পারলেও, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের কথা চিন্তা করে, পৌল তাদের কাছে তার আধ্যাত্মিক পুত্র তীমথিয়কে পাঠিয়েছিল। **থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন্ উপলব্ধি** পৌলকে তাদের কাছে তীমথিয়কে পাঠাতে বাধ্য করেছিল, তা আমরা আজ ৩:১-৫ পদ থেকে দেখতে চলেছি।

১। পরিবেশ বা পরিস্থিতির চাপ (১-২ পদ)

১ পদে পৌল লিখেছে, *"এজন্য আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে এথেন্সে একা থাকা আমরা বিহিত বুঝেছিলাম।"* এর আগে ২:১৭-১৮ পদে আমরা দেখেছি যে, পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কতো ইচ্ছা ও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শয়তানের বাধার কারণে, পৌল তাদের কাছে যেতে পারেনি। কিন্তু এইভাবে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের থেকে দূরে থাকাটা তাদের কাছে এতোখানি অসহ্য বা কষ্টের বিষয় হয়ে উঠেছিল যে, এথেন্সে থাকাকালীন পৌল তার সঙ্গীদের মধ্যে একজনকে (তীমথিয়কে) তাদের কাছে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এথেন্সে পৌলকে একাকী থাকতে হয়েছিল ও প্রচার কাজ করতে হয়েছিল। পৌলের পক্ষে সঙ্গী-প্রচারক তীমথিয় থেকে পৃথকীকৃত হওয়া যদিও কষ্টের বিষয় ছিল; কিন্তু থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের থেকে পৃথকীকৃত থাকা ও তাদের কাছে না যেতে পারার কষ্ট ছিল পৌলের কাছে অনেক বেশি বেদনাদায়ক। তাই, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের কথা চিন্তা করে, পৌল নিজে এই ত্যাগস্বীকার করতে পিছ্পা হয়নি। জাগতিকতা ও পৌত্তলিকতায় পূর্ণ এথেন্স শহরে পৌলের পক্ষে একা থেকে যাওয়া ও সেখানে সুসমাচার প্রচার করার কাজ সহজ ছিল না; তথাপি, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের কথা চিন্তা করে পৌল এমন পদক্ষেপ নিতেও দ্বিধা করেনি।

লূকের লেখা প্রেরিতদের কার্যবিবরণ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, থিষলনীকীতে পৌল ও তার সঙ্গীদের দ্বারা সুসমাচার প্রচারের পর সেখানকার ইহূদীরা বাজারে দাঙ্গা বাধিয়েছিল (১৭:৫)। ফলস্বরূপ, সেখানকার বিশ্বাসীরা পৌল ও তার সঙ্গীদের রাতের অন্ধকারে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিল (১৭:১০)। আবার, বিরয়া পর্যন্ত এসে থিষলনীকীর ইহূদীরা যখন গোলযোগ বাধিয়েছিল (১৭:১৩), তখন বিশ্বাসীরা একা পৌলকে এথেন্সে পাঠিয়েছিল; তীমথিয় ও সীল বিরয়াতে থেকে গিয়েছিল (১৭:১৪)। যারা পৌলকে এথেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল, পৌল তাদেরকে বলেছিল, তারা যেন বিরয়াতে ফিরে গিয়ে সীল ও তীমথিয়কে পৌলের সঙ্গে এথেন্সে তাড়াতাড়ি যোগ দিতে বলে (১৭:১৫)। এখন, সীল ও তীমথিয় এথেন্সে পৌলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কি-না, সে কথা লূক যদিও লেখেনি; কিন্তু ১থিষ ৩:১,২ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, তারা এথেন্সে পৌলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এথেন্স থেকে পৌল তীমথিয়কে থিষলনীকীতে পাঠাতে পেরেছিল। এরপর পৌল নিজে এথেন্স থেকে করিন্থে পৌঁছায় (১৮:১); এবং সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়া (থিষলনীকী যে প্রদেশের অন্তর্গত ছিল) থেকে এসে সেখানে পৌলের সঙ্গে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যোগ দিয়েছিল (১৮:৫)। ফলস্বরূপ, তীমথিয়ের কাছ থেকে পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিষয় জেনে আশ্বস্ত হয়েছিল ও তাদের উদ্দেশে এই চিঠি লিখেছিল।

আজ, আমরা আমাদের সহবিশ্বাসীদের বিষয় কতোখানি চিন্তা করি? আমরা কি তাদের কথা চিন্তা করে, স্বার্থত্যাগ করে থাকি? পৌল উপলব্ধি করেছিল, এথেন্সে একাকী কাজ করা কতো কঠিন, তবুও নিজের কথা চিন্তা না করে, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের কথা চিন্তা করে, পৌল তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিল। পৌলের বিরুদ্ধে থিষলনীকীতে যারা এই বলে অপপ্রচার করেছিল যে, সেখানকার নতুন বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই; তাদের সেই কুৎসা রটনা কতোখানি মিথ্যা ছিল, পৌলের এই কাজ তা আরও একবার প্রমাণ করেছে।

২ পদে পৌল তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠানোর কথা বলেছে, *"আমাদের ভাই ও খ্রীস্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে তীমথিয়, তাকে পাঠিয়েছিলাম, যেন সে তোমাদের সুস্থির করে, এবং তোমাদের বিশ্বাসের বিষয় আশ্বাস দেয়।"* থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিষয় পৌলের এই চিন্তা এতোখানি গভীর ছিল যে, পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌল যে কোনও ব্যক্তিকে তাদের কাছে পাঠায়নি; কিন্তু তার সঙ্গীদের মধ্যে যার বিষয় পৌলের খুবই উচ্চ ধারণা ছিল, তার সেই পুত্রসম তীমথিয়কে পাঠিয়েছিল। পৌল এখানে তীমথিয়কে এই বলে তার পাঠকদের কাছে পরিচিত করেছে, *"আমাদের ভাই ও খ্রীস্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক।"* তীমথিয়কে *"**ভাই**"* বলার অর্থ সে একজন সহবিশ্বাসী (১:৪), ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহে সে খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের পরিবারের একজন সদস্য। বিশ্বাসী আমরাও সকলে এই পরিবারের সদস্য হওয়ায়, আমরা সবাই একে-অন্যের ভাই-বোন। কিন্তু তীমথিয় কেবল প্রচারকদের ও থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের ভাই নয়, সে ***ঈশ্বরের পরিচারকও*** বটে; যার অর্থ, সে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত। তীমথিয়ের বিষয় এমন লম্বা পরিচিতি ব্যবহার করে পৌল বোঝাতে চেয়েছে যে, তীমথিয়ের দ্বারা থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের পরিদর্শন পৌলের দৃষ্টিকে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।

এখন তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল: *"যেন সে তোমাদের সুস্থির করে, এবং তোমাদের বিশ্বাসের বিষয় আশ্বাস দেয়।"* থিষলনীকীতে বিশ্বাসীদের উপর যে মারাত্মক তাড়না করা হয়েছিল এবং প্রচারকদের বিষয় যে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়েছিল, পৌল তা জানত। কেবল তাই নয়, থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের শিক্ষাগত, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অপরিপক্কতার বিষয়ও পৌলের অজানা ছিল না। তাই, তাদের মাঝে তীমথিয়ের উপস্থিতি, তাদেরকে একদিকে যেমন সুস্থির করবে; অন্যদিকে, বিশ্বাসের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। আমরা কি সহবিশ্বাসীদের বিশ্বাসে স্থিরতাদানে ও উৎসাহদানে সাহায্য করে থাকি?

২। তাড়না বা ক্লেশের প্রভাব (৩-৫ পদ)

৩ পদ থেকে তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠানোর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যর কথা বলা হয়েছে, *"যেন এই সকল ক্লেশে কেউ চঞ্চল না হয়।"* এখানে 'চঞ্চল' না হবার জন্য যে গ্রিক শব্দ (σαίνεσθαι) ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ, "**স্থানান্তরিত হওয়া**" বা "**বিঘ্নিত হওয়া**" বা "**প্রতারিত হওয়া।**" এর দ্বারা পৌল সেই সম্ভাবনার কথা বলেছে যে, যখন তারা সেই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে থাকে, তখন তাদের কোন কোন শত্রু সুন্দর সুন্দর কথার দ্বারা তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। বিশ্বাসের শত্রুরা সর্বদা কেবল অস্ত্র হাতে আমাদের আক্রমণ করে না। কখনও কখনও তারা, কুকুরের লেজ নাড়ানোর মতো, সুন্দর সুন্দর বা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেও আমাদের প্রতারিত করে থাকে। ধরা যেতে পারে, থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীরা যখন তাদের স্বজাতীয় লোকদের কাছ থেকে বিভিন্ন তাড়না ভোগ করেছিল (২:১৪), তখন তাদের মধ্যে বসবাসকারী ইহূদীরা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী বিভিন্ন কথা বলেছিল এবং তাদেরকে ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করতে যুক্তি দিয়ে প্ররোচিত করেছিল; এবং তার দ্বারা সেই সমস্ত তাড়না থেকে মুক্তি পাবার লোভ দেখিয়েছিল। অর্থাৎ, সেই সমস্ত তাড়না থেকে মুক্তি পাবার সহজ পথের লোভ তাদের দেখানো হয়েছিল। এখন এই ধরণের মিষ্টি কথার প্রতারণার দ্বারা প্রতারিত না হবার জন্য পৌল তাদের কাছে

অনুগ্রহে সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তীমথিয়কে পাঠিয়েছিল।

৩ পদের শেষাংশে পৌল আরও বলেছে, *"কারণ তোমরা নিজেরাই জানো, আমরা এরই জন্য নিযুক্ত।"* এর অর্থ, ***আমরা*** সবাই (পৌল ও তার সঙ্গীরা, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা, এবং পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত বিশ্বাসী) তাড়না বা সমস্যা ভোগ করার জন্য নিযুক্ত। এখানে *'নিযুক্ত'* শব্দটির অর্থ **'দৃঢ়'** বা **'যা সহজে পরিবর্তনীয় নয়,'** এমন কাজ। এর দ্বারা বিশ্বাসীর জীবনে তাড়নাকে ঈশ্বর দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার পরিবর্তন সাধন কখনও সম্ভব নয়। পৌলের এই কথাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন ক্যাল্‌ভিন এমন কথা বলেছেন: *পৌল যেন এই কথার দ্বারা বলেতে চেয়েছে যে, আমরা এই শর্তেই (তাড়না ভোগ করার শর্তে) খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়েছি*। তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবনে তাড়না কোনও অপ্রত্যাশিত বিষয় নয়। সুসমাচারের পথে বাধাদানকারী বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের তাড়নার মুখোমুখি হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর অনুমোদিত প্রতিটি তাড়নার পেছনে ঈশ্বরের উত্তম উদ্দেশ্য বর্তমান। আর তাই, বিশ্বাসীর জীবনে তাড়না কোনও দূর্ঘটনা *(accident)* নয়, কিন্তু পূর্বনির্ধারিত ঘটনা *(appointment)*। ঈশ্বর যেহেতু সর্বদা তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর কৃপা দৃষ্টি রেখেছেন, তাই কখনও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের জীবনে কোনও ঘটনা ঘটতে পারে না; সবই তাঁর অনুমতিক্রমে আমাদের জীবনে ঘটে থাকে। আর তাই, আমরা সর্বদা এই সমস্ত তাড়নার মাধ্যমে প্রভুর দেওয়া শিক্ষা লাভ করে থাকি, আমরা আরও তাঁর মনের মতো হবার সুযোগ পেয়ে থাকি। তাই, তাড়নাভোগ হল খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কারণে, বিশ্বাসী আমরা যখন বিভিন্ন তাড়নার মধ্যে দিয়ে যাই, তখন যেন আমরা আনন্দ করি (যোহন ১৬:৩৩; প্রেরিত ১৪:২২; রোমীয় ৫:৩; ৮:৩৫-৩৯; ২করি. ১:৪; ৭:৪; ২তীম. ৩:১২)।

খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবন সম্বন্ধে এই প্রাথমিক সত্য থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে অজানা নয়। কারণ, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সময়েই পৌল তা তুলে ধরেছিল। ৪ পদে পৌল সেকথা লিখেছে, *"আর বাস্তবিক আমাদের ক্লেশ যে ঘটবে, তা আমরা আগে আগে, যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদেরকে (বার বার) বলেছিলাম; আর তাই-ই ঘটেছে, এবং তোমরা তা জানো।"* খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে তাড়নাভোগ যে অবশ্যম্ভাবী বিষয়, তা পৌল তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের প্রথম থেকেই বার বার বলেছিল। তাই, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা বাস্তবে সেই সমস্ত তাড়নার সম্মুখীন হয়ে, অবাক হয়নি। কারণ তারা এ বিষয়ে পূর্বেই ওয়াকিবহাল ছিল; এ বিষয়ে তারা পৌল ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে শুনেছিল।

হ্যাঁ, বিশ্বাসী আমাদের প্রতি ক্লেশ ঘটতে বাধ্য। এ বিষয়ে কেবল এখানে নয়, কিন্তু মথি ২৪:৯; প্রেরিত ১৪:২২; ২তীমথিয় ৩:১২; ১পিতর ৪:১২ পদেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পৌল যীশুকে অনুসরণ করেছে; কারণ যীশুও তাঁর নিজের দুঃখভোগের পূর্বে শিষ্যদেরকে সে বিষয়ে পূর্বেই বলেছিলেন, *"এই সমস্ত কথা তোমাদের বললাম, যেন তোমরা বিঘ্ন না পাও। লোকে তোমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দেবে; এমনকী সময় আসছে, যখন যে কেউ তোমাদেরকে বধ করে, সে মনে করবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করলাম . . ."* (যোহন ১৬:১-৪)।

কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান কালের বিভিন্ন প্রচারক তাদের প্রচারে খ্রীস্টবিশ্বাসের কারণে তাড়নাভোগের কথাকে এড়িয়ে যান। ফলস্বরূপ, নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন মিথ্যা ধারণা তৈরী হয় যে, ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার কারণে তারা সমস্ত পার্থিব সমস্যা থেকে নিস্তার পেয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা যখন বিভিন্ন শারিরীক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সাংসারিক বা সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে, নিজেদের বিশ্বাস-জীবনের ত্রুটিকে খোঁজে, কিম্বা তাদের নিজেদের বিশ্বাসের অভাবের কথা ভাবে। কিন্তু পৌলের প্রচারের মাধ্যমে যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, তারা জানত বিশ্বাসীর জীবনে তাড়না বা ক্লেশ হল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত বিষয়। তারা বাস্তবে, সেই সমস্ত ক্লেশের সম্মুখীন হয়ে কখনও অবাক হয়নি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

৫ পদে পৌল বিশ্বাসীর জীবনে তাড়না বা ক্লেশের আরও একটি প্রভাবের কথা বলেছে, *"এই জন্য আমিও আর ধৈর্য ধরতে না পেরে, তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব জানবার জন্য তাকে (তীমথিয়কে) পাঠিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, পাছে পরীক্ষক কোনও প্রকারে তোমাদের পরীক্ষা করেছে বলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা হয়ে পড়ে।"* তাড়না বা ক্লেশের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে শয়তান আন্দোলিত করে থাকে। ***প্রথমত,*** সে আমাদের ক্লেশের সময় আমাদের মনে ঈশ্বরের উত্তমতা সম্বন্ধে সন্দেহকে উস্কে দেয়। যার ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের মনে মনে এমন চিন্তা শুরু করি যে, আমাদের জন্য ঈশ্বরের কোনও চিন্তা নেই, তিনি আমাদের দেখেন না। ***দ্বিতীয়ত,*** আমাদের ক্লেশের সময় শয়তান আমাদের মনে অন্যদের বিষয় রাগ বা অসন্তোষকে জন্ম দেয়। পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের সঙ্গে আমরা যখন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ি, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে শয়তান আমাদের আক্রমণ করে থাকে। ***তৃতীয়ত,*** আমাদের ক্লেশের সময় শয়তান আমাদেরকে নিরাশাগ্রস্ত বা নিরুৎসাহিত করে থাকে। অসুস্থ হবার পর আমাদের মনে হয় যে আমরা আর কখনও সুস্থ হব না; কিম্বা পরীক্ষায় খারাপ ফল করার পর আমাদের মনে হয় যে, আমাদের দ্বারা কখনও ভালো ফল লাভ সম্ভব নয়; কিম্বা কর্মক্ষেত্রে অসফল হবার পর মনে হয় আমার দ্বারা কিছু হবে না। হ্যাঁ, পরীক্ষক বা দিয়াবল (ইফিষীয় ৪:২৭; ২তীমথিয় ২:২৬) বা শয়তান (১করিন্থিয় ৫:৫; ২থিষলনীকীয় ২:৯) সর্বদা পরীক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দূর্বল করতে চায়।

তাই, সেই কথা জেনে, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের তত্ত্ব জানতে এতোখানি আগ্রহী ছিল যে, এথেন্সে একা থাকার সমস্ত কষ্ট স্বীকার করেও, তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিল। পৌল নিজে থিষলনীকীতে থাকাকালীন যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করেছিল, সেখানকার বিশ্বাসীরা তার থেকেও যে মারাত্মক ক্লেশের মধ্যে আছে, তা জেনে, পৌল তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা করেছিল; যার অর্থ তাদের মধ্যে পৌলের পরিচর্যা বা পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা। পৌল তার এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিল, যেন সে তাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আগামী সপ্তাহে আমরা দেখতে চলেছি যে, তীমথিয় তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে যে তত্ত্ব এনেছিল, তা কতোখানি আশাবাদী ছিল।

আজ বিশ্বাসী আমরা যখন পার্থিব বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই, ক্লেশভোগ করি, তখন আমাদের মধ্যেও এই একই অশঙ্কা থাকে। ক্রমশ ক্লেশের মধ্যে থাকার ফলস্বরূপ, অনেক সময় আমাদের মধ্যে মন্দ অভ্যাস তৈরি হয়ে থাকে (উদা: স্ত্রীর মুখ থেকে প্রতিদিন অভাবের কথা শুনে, হাত-সাফাইয়ের মন্দ স্বভাবের বশীভূত হওয়া); কিম্বা কাউকে আমরা ভুল বুঝতে পারি (উদা: বাইরের কাজে বেশি ব্যস্ত থাকায়, স্বামী বা স্ত্রীর বিষয় মিথ্যা সন্দেহ পোষন); নিরাশাগ্রস্ত হতে পারি (উদা: আমার দ্বারা কিছু হবে না)। আমরা যদি ক্লেশের এই সমস্ত প্রভাবের কাছে নতিস্বীকার করি, তাহলে আমাদের বিশ্বাস দূর্বল হতে বাধ্য। পরিবর্তে, আমরা যদি এই সমস্ত প্রভাবের উপর জয়লাভ করি, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আরও সবল হবে। তাই ক্লেশের সময় আমাদের উচিৎ, সেই সমস্ত সমস্যাকে বড়ো করে দেখার পরিবর্তে, বিশ্বাসে সেই সমস্ত সমস্যার মুকাবিলা করা। কারণ, আমাদের সমস্যা যত বড়ো হোক-না-কেন, আমাদের ঈশ্বর সেই সমস্যা থেকে অনেক বড়ো। আসুন, তাঁতে বিশ্বাস রেখে, তাঁর বাক্য ও আত্মার পরিচালনায় সমস্ত সমস্যা, ক্লেশ বা তাড়নার মুখোমুখী হই!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com